সমকাল

25 JUL 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

মেডিকেল ও প্রকৌশলে ভর্তিতে হবে মূল প্রতিযোগিতা

■ কামরান সিদ্দিকী

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের পর এখন শিক্ষার্থীদের চিন্তা ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া। এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় যে পরিমাণ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে, তার তুলনায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা রয়েছে বেশি। এ কারণে অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন ফাঁকা থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগে সর্বাধিক জিপিএ ৫ পাওয়ায় ভর্তি নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে মেডিকেল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসনের তুলনায় এবার জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কম হলেও ভালো বিষয়ে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা মোটেও কম হবে না।

শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন বেশি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও মেডিকেল কলেজ সূত্রমতে, দেশে বর্তমানে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ, অন্যান্য কারিগরি কলেজ মিলিয়ে ভর্তির জন্য আসন রয়েছে মোট ৮ লাখ ৫৬ হাজার ৪৮৬টি। আটটি সাধারণ বোর্ড, মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ডের অধীনে এবার পাস করেছে ৮ লাখ ১ হাজার ৭১১ জন। সে হিসাবে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সবাই ভর্তি হলেও আসন ফাঁকা থাকবে ৫৪ হাজার ৭৭৫টি।

উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পা রাখতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৯৬৯ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা বোর্ড মিলিয়ে শুধু বিজ্ঞান শাখায় জিপিএ ৫ পেয়েছে ২৯ হাজার ৪২৪ জন। মেডিকেল কলেজগুলোর সূত্রমতে, পাবলিক-প্রাইভেট মিলিয়ে মেডিকেলে আসন রয়েছে প্রায় ১০ হাজার। ফলে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ সর্বোচ্চ মেধাবীদের মেডিকেলে ভর্তির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। একই অবস্থা হবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও। ইউজিসির সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, বুয়েট, ডুয়েট, কুয়েট, রুয়েট ও চুয়েট– এই পাঁচটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসন রয়েছে ৫ হাজার ৭৭৪। এর মধ্যে বুয়েটে সর্বাধিক দুই হাজার ১২০টি আসন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

মেডিকেল ও প্রকৌশলে ভর্তিতে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে জানান, মেডিকেল ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মোট ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৩৪৩টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত কলেজগুলোতে আসন রয়েছে ৩ লাখ ৪৮ হাজার ৯৩০টি। ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসন রয়েছে ৪৮ হাজার ৫০০টি। এর মধ্যে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় নতুন হওয়ায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে না। তবে এবার শুধু রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

পরিসংখ্যান অনুসারে, এবার মোট জিপিএ ৫-এর তুলনায় ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বেশি। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে ভর্তি নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বাধিক আসন রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ হাজার ৬৮৮টি। সর্বনিম্ন ৪০ আসন রয়েছে বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ হাজার ৭২২টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ হাজার ৬৭৪টি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ২৫২টি আসন রয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে ১ লাখ ৮৯ হাজার। যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না, তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ভর্তি হবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা বেশি সংখ্যায় ভর্তি হয়। তবে আগের বছরগুলোর পরিসংখ্যান বলছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক আসন ফাঁকা থাকে।

এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছে। এর ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থও দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এক বছরেই উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ থেকে বিদেশ গমন বেড়েছে ৩৭ শতাংশের বেশি। সব মিলে ২০১৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গেছে ৩৩ হাজার ১৩৯ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী। এর মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষার্থী গেছে মালয়েশিয়ায়। ২০১৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গেছে ৪ হাজার ৪১৯ শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর টিউশন ফি বাবদ এক বছরে দেশটিতে পাঠানো হয়েছে প্রায় ৮৩৯ কোটি টাকা। এ প্রসঙ্গে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, বিদেশে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চলে যাওয়ার ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া উচ্চশিক্ষা ও দেশের অর্থনীতির জন্য হুমকি। শিক্ষার্থীদের বিদেশমুখিতার কারণে বড় অঙ্কের অর্থ বৈধ-অবৈধ পথে দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। এ জন্য বিদেশে শিক্ষার্থী যাওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন।

ইউজিসির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে জানান, বিপুল শিক্ষার্থীর বিদেশে চলে যাওয়া ঠেকাতে অস্ট্রেলিয়ার একটি ও ইংল্যান্ডের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বাংলাদেশে খোলার অনুমতি দিতে ইউজিসি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় অনুমতি দেয়নি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর